প্রথম আলো

তারিখ ... 2nd FEB 2005
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

ছাত্র সংসদের তহবিলের অর্থ হরিলুটের অভিযোগ

এহেছান সেনিন, *শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়*

দীর্ঘ ৬ বছর ধরে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের (শাকসু) নির্বাচন না হওয়ায় সংসদের অর্থ অবাধে লুটপাট হচ্ছে। ১৯৯৮ সালে অনুষ্ঠিত সর্বশেষ নির্বাচনে পূর্ণ প্যানেলে জয়ী ছাত্রদল নেতাদের কারোরই বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রত্ব নেই। তাদের বিরুদ্ধে সংসদের অর্থ অবাধে লুটপাটের অভিযোগও পাওয়া গেছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধেও সংসদ নেতাদের হাতে অর্থ তুলে দেওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। শাকসুর তহবিলে কী পরিমাণ অর্থ জমা রয়েছে সে ব্যাপারেও রয়েছে কর্তৃপক্ষের অস্বচ্ছতা। এ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এখন নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

জানা গেছে, প্রতি বছর জাতীয় দিনগুলো পালনের আগে ছাত্র সংসদের নেতারা অতিথি পাখির মতো বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে ছাত্রদলের বর্তমান কমিটির নেতা-কর্মীদের সঙ্গে নিয়মিত করে সংসদের ফান্ড থেকে অর্থ তুলে তা তাদের দিয়ে দেন। এর থেকে একটা কমিশন নিয়ে তারা চলে যান।

জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় সাড়ে ৪ হাজার ছাত্রছাত্রীর কাছ থেকে প্রতি বছর ছাত্র সংসদ ফি বাবদ প্রায় ২ লাখ টাকা আদায় করা হয়। ১৯৯৮ থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত এ বাবদ প্রায় ২০ লাখেরও বেশি অর্থ শাকসুর সংশ্লিষ্ট তহবিলে জমা হয়েছিল। কিন্তু এ অর্থের সিকিভাগও কোনো অনুষ্ঠানে ব্যয় হয়নি।

জানা গেছে, বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে আকন্দ সীমান্ত নামে এক ছাত্রলীগ নেতা নিজেকে শাকসুর ভিপি পরিচয় দিয়ে মোটা অঙ্কের অর্থ আত্মসাৎ করেন সবার অগোচরে। ২০০১ সালের ৭ নভেম্বর জাতীয় সংহতি দিবস উপলক্ষে ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক মিঠু-রাতুল গ্রুপকে ৪০ হাজার টাকা দেওয়া হয়। ২০০২ সালে ১ লাখ ৩০ হাজার টাকা উত্তোলন করা হয়। ২০০৩ সালে নিয়ম ভেঙে প্রক্টর গোলাম আলী হায়দার ৭৭ হাজার টাকা ছাত্রদলের নেতা-কর্মীদের বরাদ্দ দেন।

সবচেয়ে বড় ধরনের অনিয়ম হয়েছে ২০০৩ সালের, ১৬ ডিসেম্বরে বিজয় দিবস উপলক্ষে ওঠানো অর্থ নিয়ে। ওই সময় শাকসুর কর্তিত সহসভাপতি কামরুল ইসলাম কবেরী ও শাকসু সদস্য নূরে আলম পারভেজ পৃথকভাবে শাকসুর অর্থ বরাদ্দের আবেদন জানায়।

শাকসুর বর্তমান কোষাধ্যক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. আবদুল হাই চৌধুরী অর্থ বরাদ্দে অনিয়মের কথা স্বীকার করে বলেন, আমি দায়িত্ব নেওয়ার পর এসব অনিয়ম ঘটিয়ে দেখেছি। অনেক ক্ষেত্রেই অসামঞ্জস্যতা দেখা গেছে। তবে আমি এ ব্যাপারে একনই মন্তব্য করতে চাই না। তার সময়ে শাকসুর সদস্য ছাড়া কাউকে অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হয়নি বলে তিনি দাবি করেন।